যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতর
ব্যুরো অব কনস্যুলার অ্যাফেয়ার্স

ডাইভারসিটি অভিবাসন ভিসা কর্মসূচী ২০১০ (ডিভি-২০১০)-এর নিয়মাবলী

যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেস কর্তৃক অনুমোদিত ডাইভার্সিটি অভিবাসন ভিসা (ডিভি) কার্যক্রম যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতর প্রতি বছর পরিচালনা করে। 'অভিবাসন ও জাতীয়তা আইন' (আইএনএ)-এর ২০৩ (গ) ধারার শর্তাবলীর অধীনে এই কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। "ডাইভারসিটি ইমিগ্র্যান্টস" (ডিভি ইমিগ্র্যান্টস বা ডিভি অভিবাসী) হিসেবে পরিচিত একটি নতুন শ্রেণীর অভিবাসী মর্যাদা প্রদান করার জন্য অভিবাসন আইন ১৯৯০-এর (পাবলিক ল ১০১-৬৪৯) ১৩১ নম্বর ধারা-য় 'আইএনএ' ২০৩ সংশোধন করা হয়। যেসব দেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসনের হার কম, এই আইন অনুযায়ী সেসব দেশ থেকে প্রতি বছর ৫৫ হাজার লোককে যুক্তরাষ্ট্রে স্হায়ীভাবে বসবাসের ভিসা দেয়ার ব্যবস্হা রয়েছে।

বার্ষিক ডিভি কার্যক্রমে স্হায়ী ভিসা দেয়া হয় তাদেরই যারা সহজ, অথচ কঠোরভাবে পালনীয় কতিপয় শর্ত পূরণ করতে পারেন। ডাইভার্সিটি ভিসার আবেদনকারীদের কম্পিউটারের মাধ্যমে লটারিতে কোন প্রকার বাছ বিচার না করে নির্বাচন করা হয়। ভিসাগুলো বন্টন করা হয় ছয়টি ভৌগোলিক অঞ্চলের মধ্যে; সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ভিসা পাবে সেই ভৌগোলিক অঞ্চল, যেখান থেকে যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসনের হার সবচেয়ে কম। যেসব দেশ থেকে বিগত পাঁচ বছরে ৫০ হাজারের বেশি নাগরিক যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসী হয়ে গেছে, তারা এই ভিসা পাবে না। একটি ভৌগোলিক অঞ্চলের কোন দেশ কোন একটি বছরে যতগুলো ডাইভারসিটি ভিসা দেয়া হবে তার সাত শতাংশের বেশি সংখ্যক ভিসা পাবে না।

যে সকল দেশ* বিগত পাঁচ বছরে যুক্তরাষ্ট্রে মোট ৫০,০০০ হাজারেরও বেশি অভিবাসী প্রেরণ করেছে সে সকল দেশের বাসিন্দারা ডিভি-২০১০ কার্যক্রমে আবেদন করতে পারবে **না**। সেই দেশগুলো হলোঃ

> **ব্রাজিল, কানাডা, চীন (মূল ভূ-খন্ডে জন্মগ্রহণকারী), কলম্বিয়া, ডমিনিকান প্রজাতন্ত্র, ইকুয়েডর, এল সালভাদর, গুয়াতেমালা, হাইতি, ভারত, জ্যামাইকা, মেক্সিকো, পাকিস্তান, ফিলিপাইন্স, পেরু,পোলান্ড, দক্ষিণ কোরিয়া, যুক্তরাজ্য (উত্তরাঞ্চলীয় আয়ারল্যান্ড বাদে) এবং এর অধীন অঞ্চলসমূহ, এবং ভিয়েতনাম।**

হংকং এসএআর, ম্যাকাও এসএআর, এবং তাইওয়ানে জন্মগ্রহণকারীগণ আবেদন করতে পারবেন।

ডিভি-২০১০ কর্মসুচীতে রাশিয়া আবেদনের জন্য যোগ্য দেশ এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এছাড়াও কসোভো আবেদনের জন্য যোগ্য দেশ এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আবেদনের জন্য যোগ্য দেশ এর তালিকা থেকে কোন দেশের নাম সরানো হয়নি।

যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতর ২০05 সাল থেকে ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে ডিভি আবেদন পদ্ধতি প্রবর্তন করেছে যাতে আবেদন পদ্ধতি আরও কার্যকর ও নিরাপদ হয়। যারা জালিয়াতির মাধ্যমে অবৈধ অভিবাসন করতে চান বা একের অধিক আবেদন পাঠিয়ে থাকেন তাদের সনাক্ত করার জন্য এই দফতর বিশেষ কারিগরী ও অন্যান্য পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকে। ডিভি-২০১০ কর্মসুচীতে, এই প্রথমবারের মতো, আবেদনকারীরা অনলাইনে তাদের আবেদনপত্রের অবস্হান জেনে নিতে পারবেন এবং জেনে নিতে পারবেন তারা র্নিবাচিত হয়েছেন কিনা ।নির্বাচিত আবেদনকারীরা আগের মতোই নোটিফিকেশন চিঠি পাবেন।

ডাইভারসিটি ভিসা রেজিস্ট্রেশনের সময়সীমা

২ রা অক্টোবর, ২০০৮ থেকে ১ লা ডিসেম্বর, ২০০৮ মধ্যে ডিভি-২০১০ ডাইভারসিটি ভিসা লটারির আবেদনপত্র ইলেক্ট্রনিক্যালি পাঠাতে হবে। ডাইভারসিটি ভিসার আবেদনের ইলেক্ট্রনিক ফর্ম আবেদনকারীরা এই সময়ের মধ্যে **'www.dvlottery.state.gov'** এই ঠিকানায় পাবেন। কাগজে কোন আবেদনপত্র গৃহীত হবে না। আবেদনকারীদের বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হচ্ছে যাতে তারা আবেদন করার জন্যে সময়সীমার শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত অপেক্ষা না করেন। শেষ

মূহুর্তের অত্যাধিক চাহিদার কারণে আপনার আবেদন গৃহীত নাও হতে পারে। ১ লা ডিসেম্বর, ২০০৮ এর পরে আর কোন আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে না।

***** এই নোটিসে "দেশ" শব্দটির মাধ্যমে সেই অঞ্চল বোঝানো হয়েছে "যে সব দেশের নাগরিক, আবেদন করার যোগ্য অঞ্চল ভিত্তিতে সেই সব দেশের তালিকা" তে দেওয়া হয়েছে।

আবেদনপত্র প্রেরণের শর্তসমূহ

- **আবেদনকারীকে অবশ্যই ১৭ নম্বর পৃষ্ঠায় তালিকাবদ্ধ দেশগুলোর একটির বাসিন্দা হতে হবে। "যে সকল ভৌগোলিক অঞ্চলের দেশগুলোর বাসিন্দা আবেদন করার যোগ্য তাদের তালিকা" দেখুন।**

- **যে দেশের বাসিন্দা আবেদন করার যোগ্যঃ** অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর অর্থ হলো আবেদনকারী যে দেশে জন্মগ্রহণ করেছেন। যদি কোন ব্যক্তি এমন কোন দেশে জন্ম গ্রহণ করে থাকেন যার বাসিন্দারা আবেদন করার অযোগ্য কিন্তু তার স্বামী/স্ত্রী যে দেশে জন্মগ্রহণ করেছেন তাকে নিজের বলে দাবী করতে পারেন এবং সে ক্ষেত্রে আবেদনকারী ও তার স্বামী বা স্ত্রীকে যুগপৎ যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের ভিসা দেয়া হবে। যদি কোন ব্যক্তি এমন কোন দেশে জন্মগ্রহণ কওে থাকেন যার বাসিন্দারা আবেদন করার অযোগ্য, কিন্তু তার পিতা বা মাতা সেখানে জন্মগ্রহণ করেননি বা তার জন্মের সময় সেখানকার অধিবাসী ছিলেন না, সেই ব্যক্তি তার পিতা বা মাতা যে দেশে জন্মগ্রহণ করেছেন, নিজেকে তার অধিবাসী হিসেবে দাবী করতে পারেন।

- **আবেদনকারীকে অবশ্যই ডিভি প্রোগ্রামের শিক্ষাগত বা পেশাগত যোগ্যতার শর্ত পূরণ করতে হবে।**

  শিক্ষাগত অথবা পেশাগত যোগ্যতাঃ একজন আবেদনকারীর অবশ্যই প্রাথমিক ও উচচ মাধ্যমিক স্তরের অথবা এর সমমানের শিক্ষা অর্থাৎ ১২ বছরের শিক্ষাক্রম সাফল্যের সংগে সমাপ্ত করতে হবে। অথবা তার বিগত পাঁচ বছরে এমন কোন কাজে দুই বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে যাতে দুই বছরের প্রশিক্ষণ বা কাজের অভিজ্ঞতার দরকার হয়। কোন কোন কাজের অভিজ্ঞতা যোগ্য বলে বিবেচিত তা নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্র শ্রম দফতরের O*net online database ব্যবহার করা হবে। যোগ্য কারিগরী অভিজ্ঞতা সম্পর্কিত তথ্যের জন্য প্রশ্নোত্তর পর্বের ১৩ নং উত্তর দেখুন।

যদি আবেদনকারী এই সব শর্ত পূরণ না করেন তাহলে তার ডিভি কার্যক্রমে আবেদনপত্র পাঠানোর দরকার নেই।

ডিভি-২০১০ কর্মসূচীতে আবেদনপত্র পাঠানোর পদ্ধতি

- **আগামী ২ রা অক্টোবর, ২০০৮ থেকে শুরু হওয়া ৬০ দিনব্যাপী রেজিস্ট্রেশন সময়কালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতর কেবলমাত্র সে সমস্ত ডাইভারসিটি ভিসা আবেদনপত্রই গ্রহণ করবে যেগুলো ইলেক্ট্রনিক-ভাবে পাঠানো হবে।** ইলেক্ট্রনিক ডাইভারসিটি ভিসা (ইডিভি) আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানাঃ www.dvlottery.state.gov ২০০৮ সালের ২ রা অক্টোবর 'ইস্টার্ন স্ট্যান্ডার্ড টাইম' দুপুর ১২টা (গ্রিনিচ মান সময় -৫টা) থেকে অনলাইনে ডিভি-র আবেদনপত্র পাওয়া যাবে। আবেদনপত্র জমা দেয়ার শেষ সময় ২০০৮ সালের ১ লা ডিসেম্বর তারিখের 'ইস্টার্ন স্ট্যান্ডার্ড টাইম' দুপুর ১২টা (গ্রিনিচ মান সময় -৫টা)।

- কোন আবেদনকারীর কাছ থেকে একাধিক আবেদনপত্র পাওয়া গেলে তার সব আবেদনপত্র বাতিল হয়ে যাবে, তার পক্ষ হয়ে যেই আবেদনপত্র জমা দিন না কেন। আবেদনকারীরা তাদের আবেদনপত্র নিজেরাই প্রস্তুত করে পাঠাতে পারেন অথবা তাদের হয়ে অন্য কেউ তা পাঠাতে পারেন।

- একটি আবেদনপত্র সফলভাবে নিবন্ধিত হলে আপনি একটি কনফার্মেশন নোটিস দেখবেন যেখানে আপনার নাম এবং একটি বিশেষ কনফার্মেশন নম্বর থাকবে। আবেদনকারী এই প্রাপ্তি স্বীকার ওয়েব ব্রাউজারের প্রিন্ট ফাংশান ব্যবহার করে প্রিন্ট নিয়ে নিজের রেকর্ডের জন্য রাখতে পারেন। জুলাই ১, ২০০৯ থেকে ঐ একই ওয়েব-সাইটে আপনার বিশেষ কনফার্মেশন নম্বর এবং ব্যক্তিগত তথ্য প্রদানের মাধ্যমে আপনি আপনার আবেদনপত্রের অবস্হান জেনে নিতে পারবেন।

- কাগজে পাঠানো কোন আবেদনপত্র গৃহীত হবে না ।

- **আবেদনপত্রের সাথে সঠিক ছবি দেওয়া খুবই জরুরী।** প্রয়োজনীয় ছবি সংযুক্ত করা না হলে আবেদনপত্র বাতিল হয়ে যাবে। আপনার ই-ডিভি আবেদনপত্রে যাদের সাম্প্রতিক ছবি জমা দিতে হবে:

  আপনার
  আপনার স্বামী/স্ত্রী
  ২১ বছর বয়সের নিচে নিজের সকল ছেলেমেয়ে এবং দত্তক নেয়া ছেলেমেয়ে ও সৎ ছেলেমেয়েসহ প্রত্যেক সন্তানের, এমনকি তারা যদি আবেদনকারীর সংগে নাও থাকে, অথবা ডিভি কর্মসূচীর আওতায় তাদের যদি অভিবাসন গ্রহণের ইচ্ছা নাও থাকে, তাহলেও তাদের প্রত্যেকের সম্প্রতি তোলা ছবি আবেদনপত্রের সংগে সংযুক্ত করতে হবে।

- এই আবেদনপত্রের সাথে কেবলমাত্র সেই সন্তানের ছবি দিতে হবে না যে ইতিমধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক অথবা সেখানকার একজন বৈধ স্হায়ী অধিবাসী। পরিবারের গ্রুপ ছবি গ্রহণযোগ্য হবে না; পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের আলাদা আলাদা ছবি থাকতে হবে। **আপনার স্বামী/স্ত্রী বা সন্তানের ছবি জমা দিতে ব্যর্থ হলে আপনার ই-ডিভি অসম্পূর্ন বলে গন্য হবে। অসম্পূর্ন আবেদনপত্র গ্রহনযোগ্য নয় এবং আবার আবেদনপত্র জমা দিতে হবে। ই-ডিভিতে সকলের সঠিক ছবি জমা না দিলে ভিসা ইন্টারভিউ- এর সময় মূল আবেদনকারীসহ পরিবারের সকলকে অযোগ্য বিবেচনা করা হবে।**

- আবেদনকারী, তার স্বামী/স্ত্রী, এবং প্রত্যেক সন্তানের একটি করে ডিজিটাল ছবি অবশ্যই ই-ডিভি এন্ট্রি ফর্মের সাথে জমা দিতে হবে। এই ছবির ফাইলটি একটি নতুন ডিজিটাল ফটোগ্রাফ-এর হতে পারে বা কোন ডিজিটাল স্ক্যানার দিয়ে ছবি স্ক্যান করেও ছবি পাঠানো যেতে পারে।

- পুরোনো ছবি, বদলকৃত বা নিম্নলিখিত নিয়মাবলী পূরন না করে ছবি জমা দিলে তা অনলাইন আবেদনপত্র বাতিল বা ভিসা আবেদনপত্র প্রত্যাখিত করতে পারে।

ডিজিটাল ছবি জমা দেয়ার নিয়ম

ডিজিটাল ছবির ইমেজ গঠনগত ও কারিগরীগত নিয়মাবলী পূরণ করে নিম্নলিখিত দুই উপায়ে করা যেতে পারে:

- নতুন ডিজিটাল ফটোগ্রাফ তোলা যাবে।
- কোন ডিজিটাল স্ক্যানার দিয়ে ছবি স্ক্যান করেও ছবি পাঠানো যাবে।
-

আবেদনপত্র জমা দেওয়ার আগে ই-ডিভি ওয়েব-সাইটে ফটো-ভ্যালিডেটর লিংকে আবেদনকারীরা নিজেরাই নিজেদের ছবি পরীক্ষা করে নিতে পারবেন। ফটো-ভ্যালিডেটর কারিগরীগত ও গঠনগত অতিরিক্ত নিয়মাবলী এবং কোন ধরনের ছবি গ্রহনযোগ্য এবং কোন ধরনের ছবি গ্রহনযোগ্য নয় তার উদাহরন দেওয়া থাকে।

<u>গঠনগত নিয়মাবলী</u>: জমা দেয়া ডিজিটাল ইমেজ নিম্নলিখিত নিয়মাবলী পূরণ করতে হবে অন্যথায় আবেদনপত্র বাতিল হয়ে যাবে।

- **মাথার অবস্হান**
  - যার ছবি তোলা হচেছ তাকে ক্যামেরার দিকে সরাসরি মুখ করে ছবি তুলতে হবে।
  - ছবি তোলার সময় মাথা উপরের দিকে তুলে বা নীচের দিকে নামিয়ে বা ডানে-বামে কাত করা চলবে না।
  - মাথা ছবির ৫০ শতাংশ এলাকা জুড়ে থাকতে হবে।

- **পটভূমি**
  - সাদা বা হালকা রঙের পটভুমিতে ছবি তুলতে হবে।
  - কালো অথবা খুব গাঢ়, বা কোন নকশা করা বা জাঁকাল পটভূমিতে তোলা ছবি গ্রহণযোগ্য হবে না।

- **ফোকাস**
  - ছবিতে ব্যক্তির মুখ ফোকাসের মধ্যে তাকতে হবে, না থাকলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

- **সাজসজ্জার উপকরণ**
  - গাঢ় রঙের চশমা পরে বা চেহারার মধ্যে অন্য কিছুতে মনোযোগ আকৃষ্ট করে এমন কোন কিছু পরে তোলা ছবি গ্রহণযোগ্য হবে না।

- **মস্তকাবরণী এবং টুপি**
  - ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে মাথা ঢাকা বা হ্যাট পরা ছবি গ্রহণযোগ্য; কিন্তু তা কোনক্রমেই আবেদনকারীর মুখমন্ডলের কোন অংশকে আড়াল করলে চলবে না। উপজাতীয় বা ধর্মীয় নয় এমন কোন মস্তকাবরণীসহ ছবি গ্রহণযোগ্য নয়। সামরিক বাহিনী, বিমান কোম্পানি বা অন্য কোন প্রকারের হ্যাট পরা ছবি গ্রহণ করা হবে না।

শুধুমাত্র রঙিন ছবি (24 bit color depth) গ্রহণযোগ্য। ছবি ক্যামেরায় তুলে অথবা স্ক্যানারের মাধ্যমে কম্পিউটারে ডাউনলোড করা যাবে। আপনি যদি স্ক্যানার ব্যবহার করেন তার সেটিং true color অথবা 24 bit color ফর্মে থাকতে হবে। রঙিন ছবি অবশ্যই উপরে উল্লেলখিত নিয়মাবলী অনুসরণ করে করতে হবে। নিম্নে বিস্তারিত স্ক্যানিং পদ্ধতি দেখুন:

<u>কারিগরীগত নিয়মাবলী</u>

- **নতুন ডিডিজটাল ফটোগ্রাফ তোলা।** যদি নতূন ডিজিটাল ছবি তোলা হয় তবে তা নিম্নলিখিত নিয়মাবলী অনুযায়ী হতে হবে নতুবা সিস্টেম স্বয়ংক্রিয়ভাবে ইডিভি আবেদন বাতিল করবে এবং প্রেরককে জানিয়ে দেবে।

  - ইমেজ ফাইল ফরম্যাট: ডিজিটাল ছবিটি অবশ্যই “জয়েন্ট ফটোগ্রাফিক এক্সপার্টস গ্রুপ” (জেপিইজি) ফরম্যাটে হতে হবে।
  - ইমেজ ফাইল সাইজ: ছবির সর্বো"চ যে আকার গ্রহণ করা হবে তার মাপ হতে হবে ২৪০ কিলো বাইট।
  - ইমেজ ফাইল রিজোলুশন: রিজোলুশন অবশ্যই দৈর্ঘ্যে ৬০০ পিক্সেল এবং প্রস্হে ৬০০ পিক্সেল হতে হবে।
  - ইমেজ কালার ডেপ্থ: ২৪-bit কালার হতে হবে। [শুধুমাত্র রঙিন ছবি। গ্রহনযোগ্য নয়। সাদা-কালো, মনোক্রোম ইমেজ (২-bit color depth), ৮-bit কালার অথবা ৮-bit গ্রেস্কেল গ্রহণ করা হবে না।]

- **ছবি স্ক্যান করা।** ছবি স্ক্যান করার আগে ছবির উপরে উল্লেখিত নিয়মাবলী পূরণ করতে হবে। ছবি স্ক্যান করার জন্য ছবির আকৃতি, প্রিন্টের রং, গঠনগত বৈশিষ্টের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত নিয়মগুলো পূরণ করতে হবে।

❑ স্ক্যানার রিজোলুশন	প্রতি ইঞ্চিতে ১৫০ ডট (ডিপিআই) রিজোলুশনে ছবিটি স্ক্যান করতে হবে।
❑ ইমেজ ফাইল ফরম্যাট	ছবিটি অবশ্যই "জয়েন্ট ফটোগ্রাফিক এক্সপার্টস গ্রুপ" (জেপিইজি) ফরম্যাটে হতে হবে।
❑ ইমেজ ফাইল সাইজ:	ছবির সর্বোচ্চ যে আকার গ্রহণ করা হবে তার মাপ হতে হবে ২৪০ বাইট।
❑ ইমেজ রিজোলুশন:	রিজোলুশন প্রস্থে ৬০০ পিক্সেল এবং দৈর্ঘ্যে ৬০০ পিক্সেল হতে হবে।
❑ ইমেজ কালার ডেপ্থ:	২৪-bit কালার হতে হবে। [সাদা-কালো, মনোক্রোম ইমেজ (২-bit color depth), ৮-bit কালার অথবা ৮-bit গ্রেস্কেল গ্রহণ করা হবে না।]

জমা দেয়া ডিজিটাল ছবিসমূহ যদি উপরে উল্লেখিত নির্দেশাবলী ও নীতিমালা অনুযায়ী না হয়, তাহলে আবেদনপত্র অযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবে।

আবেদনপত্র

ডিভি-২০১০ লটারিতে আবেদনপত্র পাঠানোর একটিই মাত্র পথ আছে। আবেদনকারীদেরকে অবশ্যই **ইলেক্ট্রনিক ডাইভারসিটি ভিসা (ইডিভি)** আবেদনপত্র জমা দিতে হবে যা পাওয়া যাবে এই ঠিকানায়: www.dvlottery.state.gov **সকল তথ্য সম্পূর্ন এবং সঠিক না হলে আবেদনপত্র বাতিল হয়ে যাবে। EDV অবেদনপত্রে নিম্নলিখিত তথ্য দিতে হবে:**

১. **পুরো নাম:** নামের শেষাংশ/পারিবারিক নাম, প্রথম অংশ, মাঝের অংশ

২. **জন্ম তারিখ:** দিন, মাস, বছর

৩. **লিঙ্গ:** পুরুষ অথবা নারী

৪. **জন্মস্হান:** কোন শহরে জন্ম হয়েছে

৫. **আবেদনকারী যে দেশে জন্ম গ্রহণ করেছে:** আবেদনকারী যে দেশে জন্ম গ্রহণ করেছে সেই দেশের বর্তমানে প্রচলিত নাম উল্লেখ করতে হবে।

৬. **যে যোগ্য ভৌগোলিক অঞ্চলের দেশের বাসিন্দা তার নাম** । আবেদনের জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন দেশ যদি আবেদনকারী যে দেশের অধিবাসী, তা তার জন্ম স্হানের থেকে পৃথক হয় -- আবেদনকারী যদি তার জন্মস্হানের থেকে পৃথক কোন দেশের অধিবাসী বলে নিজেকে দাবী করেন তাহলে তার আবেদনপত্রে এই তথ্য স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। যদি কোন আবেদনকারী তার স্বামী/স্ত্রী বা পিতামাতার সূত্রে কোন দেশের অধিবাসী বলে নিজেকে দাবী

করেন তাহলে তা তার আবেদনপত্রে উল্লেখ করতে হবে। যোগ্য ভৌগলিক অঞ্চলের দেশ সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্যের জন্য প্রশ্নোত্তর পর্বের ১ নং উত্তর দেখুন।

৭. **আবেদনকারীর ছবি:** নিশ্চিত হয়ে নিন যে আপনার ই-ডিভি আবেদনপত্রের সাথে আপনার, আপনার স্বামী/স্ত্রী বা সকল সন্তানের ছবি জমা দেওয়া হয়েছে। ছবি সংক্রান্ত বিস্তারিত নির্দেশাবলীর জন্য ৩ ও ৪ নম্বর পৃষ্ঠা দেখুন।

৮. **পূর্ণ ঠিকানা:** ঠিকানা, শহর, জেলা/দেশ/প্রদেশ/রাষ্ট্র, পোস্টাল কোড/জিপ কোড, দেশ।

৯. **যে দেশে এখন বসবাস করছেন তার নাম।**

১০. **ফোন নম্বর:** ঐচ্ছিক

১১. **ই-মেইল অ্যাড্রেস:** ঐচ্ছিক

১২. **আপনার সর্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা যা আপনি ইতিমধ্যে অর্জন করেছেন তা কোনটি?** আপনাকে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে নিম্নোক্ত কোন সর্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা আপনার জন্য প্রযোজ্য:

১. শুধুমাত্র প্রাইমারী শিক্ষা
২. উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা, কিন্তুডিগ্রী নাই
৩. উচ্চমাধ্যমিক ডিগ্রী
৪. কারিগরী শিক্ষা
৫. বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু কোর্স করেছেন
৬. বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী
৭. স্নাতক পর্যায়ে কিছু কোর্সকরেছেন
৮. স্নাতকোত্তর ডিগ্রী
৯. ডক্টোরেট পর্যায়ে কিছু কোর্সকরেছেন
১০. ডক্টোরেট ডিগ্রী

১৩. **বৈবাহিক অবস্হা:** অবিবাহিত, বিবাহিত, তালাকপ্রাপ্ত, বিধবা/বিপত্নিক, বৈধভাবে বিচ্ছেদ।

১৪. **সন্তানের সংখ্যা:** আবেদনকারীর অবিবাহিত ও ২১ বছরের কম বয়সী সন্তান, আইনগতভাবে বৈধ দত্তক সন্তান, সৎ ছেলেমেয়ে যারা অবিবাহিত ও যাদের বয়স ২১ বছরের কম, যদিও আপনি সন্তানের পিতা/মাতার সংগে আর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ নন, এবং এমনকি যদিও ওই স্বামী/স্ত্রী বা সন্তান বর্তমানে আপনার সংগে থাকে না বা আপনার সংগে অভিবাসী হবে না তবুও আবেদনকারীকে তাদের নাম, জন্ম তারিখ ও জন্ম স্হান আবেদনপত্রে উল্লেখ করতে হবে। এই আবেদনপত্রে কেবলমাত্র সেই সব সন্তানের ছবি দিতে হবে না যারা ইতিমধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক অথবা সেখানকার বৈধ স্হায়ী অধিবাসী। উল্লেখ্য যে বিবাহিত সন্তান বা ২১ বছর বা তদুর্ধ বয়সী সন্তান ডাইভারসিটি ভিসা পাওয়ার যোগ্য নয়। তদুপরী কিছু কিছু ক্ষেত্রে মার্কিন আইন একুশোর্ধ সন্তানদের সুবিধা দিয়ে থাকে। যদি আপনার ই-ডিভি আবেদনের আগে আপনার অবিবাহিত সন্তান ২১ বছরের কম হয়ে থাকে, আপনি ডিভি'র জন্য নির্বাচিত হন এবং আপনার ভিসা প্রসেসিং-এর সময় তার বয়স ২১ বছর অতিক্রান্ত হয়ে যায় তবে তাকে ২১ বছরের কম বলেই বিবেচনা করা হবে। **তবে আবেদনের জন্য যোগ্য সব ছেলেমেয়েকে তালিকাভুক্ত করা না হলে ভিসার জন্য আপনি অযোগ্য বিবেচিত হবেন।** (“ফ্রিকুয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চন্স” তালিকার ১১ নম্বর প্রশ্ন দেখুন)।

১৫. **স্বামী/স্ত্রী সংক্রান্ত তথ্য:** নাম, জন্ম তারিখ, লিঙ্গ, জন্মের শহর, জন্মের দেশ, ছবি। **স্বামী -স্ত্রী সংক্রান্ত তথ্য উল্লেখ না করলে মূল আবেদনকারীসহ ঐ কেসের সকলে ইন্টারভিউ-এর সময় ভিসার জন্য অযোগ্য বিবেচিত হবেন।**

১৬. **সন্তান সংক্রান্ত তথ্য:** নাম, জন্মের তারিখ, লিঙ্গ, , জন্মের শহর, জন্মের দেশ, ছবি । ১৪ নং কলামে উল্লেখিত সকল ছেলেমেয়েকে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

আবেদনকারী বাছাই

সকল যোগ্য আবেদনপত্রের মধ্য থেকে কম্পিউটারের মাধ্যমে নির্বিচারে আবেদনকারী বাছাই করা হবে। এতে যারা নির্বাচিত হবে তাদেরকে ২০০৯ সালের মে থেকে জুলাই মাসের মধ্যে জানিয়ে দেয়া হবে এবং যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন গ্রহণের ফি-সংক্রান্ত তথ্যাদিসহ পরবর্তী নির্দেশ পাঠানো হবে। **বাছবিচার ছাড়া নির্বাচিত আবেদনকারীদের ই-মেইলের মাধ্যমে কোন নোটিস দেওয়া হয় না। যে সকল আবেদনকারী নির্বাচিত হবে না তাদেরকে কিছু জানানো হবে না।** বিভিন্ন দেশে যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস এবং কনস্যুলেটসমূহের কাছে সফল আবেদনকারীদের তালিকা পাঠানো হবে না। সফল আবেদনকারীদের স্বামী/স্ত্রী, এবং অবিবাহিত ও ২১ বছর বয়সের কম সন্তানেরাও প্রধান আবেদনকারীর সাথে অভিবাসন গ্রহণের জন্য অথবা পরবর্তীতে তার সাথে যোগ দেয়ার জন্য ভিসার আবেদন করতে পারবেন। ২০০৯ সালের ১লা অক্টোবর থেকে ২০১০ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে ডিভি-২০১০ কার্যক্রমের সকল ভিসা ইস্যু করতে হবে।

আবেদনপত্র প্রক্রিয়াকরণ এবং সফল আবেদনকারী ও তাদের পরিবারের যোগ্য সদস্যদের ডাইভারসিটি ভিসা **অবশ্যই** ২০১০ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখের মধ্যরাতের আগেই ইস্যু করতে হবে। কোন পরিস্থিতিতেই এই তারিখের পরে কোন ডাইভারসিটি ভিসা ইস্যু বা কোন প্রকার সমন্বয় করা যাবে না বা মূল আবেদনকারীর সাথে যোগ দেয়ার জন্য তার পরিবারের কোন সদস্যকেও এই তারিখের পরে ভিসা দেয়া যাবে না।

প্রকৃতপক্ষে একটি ভিসা লাভের জন্য নির্বিচারে বাছাইয়ের মাধ্যমে নির্বাচিত আবেদনকারীদেরকে যুক্তরাষ্ট্রের আইন অনুযায়ী ও চাহিদামাফিক সকল শর্ত পূরণ করতে হবে। এই সকল শর্ত পূরন হয়েছে কিনা তার যাচাইকার্য যথেষ্টভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে যদি আবেদনকারী এমন কোন দেশের নাগরিক হন যে দেশ সন্ত্রাসবাদ সমর্থক দেশ হিসেবে চিহ্নিত।

গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞপ্তি

বার্ষিক ডিভি কর্মসূচীতে অংশ নিতে কোন ফি দিতে হয় না। *ডিভি প্রোগ্রাম পরিচালনার জন্য যুক্তরাষ্ট্র সরকার বাইরের কোন উপদেষ্টা বা বেসরকারী সার্ভিস নিযুক্ত করেনি। আবেদনকারীদের ডিভির আনুষঙ্গিক বিষয়াদি প্রস্তুত করার জন্য যদি কোন মধ্যস্থতাকারী বা অন্য কেউ সহায়তা করার প্রস্তাব দেন, তাহলে তারা তা করবেন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কর্তৃত্ব বা সম্মতি ব্যতিরেকে। ডিভি কর্মসূচীর আবেদনপত্র তৈরির ব্যাপারে কোন মধ্যস্হতাকারী বা অন্য কারো সহায়তা নেয়ার বিষয়টি পুরোপুরিভাবে নির্ভর করে আবেদনকারীর ইচছার ওপর।*

একজন আবেদনকারীর কাছ থেকে ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে সরাসরি প্রাপ্ত যোগ্যতার শর্ত পূরণকারী একটি আবেদপত্রের কেন্টাকি কনস্যুলার সেন্টারে কম্পিউটার কর্তৃক নির্বাচিত হবার সম্ভাবনা একজন আবেদনকারীর পক্ষ থেকে অর্থের বিনিময়ে অন্য কারো প্রস্তুত করা ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে পাঠানো আবেদনপত্রের সম্ভাবনার সমান। ডিভি লটারি রেজিস্ট্রেশনের নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে প্রেরিত প্রতিটি আবেদনপত্রেরই তার অঞ্চলের মধ্যে নির্বাচিত হবার সমান সম্ভাবনা রয়েছে। যা হোক, কোন আবেদনকারীর পক্ষে একাধিক আবেদনপত্র পাওয়া গেলে, তা যে উৎস থেকেই প্রেরিত হোক না কেন, আবেদনকারী লটারিতে তালিকাভুক্তির জন্য অযোগ্য বিবেচিত হবেন।

ডিভি রেজিস্ট্রেশন বিষয়ে প্রায়শঃই যে সকল প্রশ্ন করা হয়ে থাকে বা "ফ্রিকুয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চন্‌স"

১. যোগ্য দেশের "যোগ্য অধিবাসী" বা "নেটিভ" বলতে কি বোঝায়? এমন কোন পরিস্থিতি আছে কি যেখানে কোন ব্যক্তি যোগ্য দেশে জন্ম গ্রহণ না করেও ডিভি কর্মসূচীতে আবেদন করতে পারবেন?

"নেটিভ" বা যোগ্য দেশের অধিবাসী বলতে সাধারণতঃ বোঝায় আবেদনকারী যে নির্দিষ্ট একটি দেশে জন্ম গ্রহণ করেছেন, আবেদনকারী বর্তমানে যে দেশেরই অধিবাসী বা যে জাতীয়তারই হোন না কেন। কিন্তু অভিবাসনের জন্য "নেটিভ" বা যোগ্য দেশের অধিবাসী বলতে আরো বোঝায় কোন ব্যক্তি 'অভিবাসন ও জাতীয়তা আইন'-এর ২০২(খ) অনুচেছদ-এর শর্ত অনুযায়ী যে দেশে জন্ম গ্রহণ করেছেন সে দেশ ছাড়াও অন্য কোন দেশকে নিজের বলে দাবী করতে পারেন।

উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, একজন প্রধান আবেদনকারী এমন একটি দেশে জন্ম গ্রহণ করেছেন যে দেশটি এ বছরের ডিভি কর্মসূচীতে আবেদন করার যোগ্য নয়, কিংবা তার স্বামী/স্ত্রী যে দেশে জন্মগ্রহণ করেছেন তিনি নিজেকে সেই দেশের অধিবাসী হিসেবে দাবী করতে পারেন, কিন্তু যতোক্ষণ না পর্যন্ত- ওই স্বামী/স্ত্রী ডিভি-২ পাবার যোগ্যতা না অর্জন করেন ততোক্ষণ পর্যন্ত প্রধান আবেদনকারীকে ডিভি-১ ভিসা ইস্যু করা হবে না এবং সে ক্ষেত্রে আবেদনকারী ও তার স্বামী বা স্ত্রী উভয়কে অবশ্যই একত্রে ডিভি ভিসার অধীনে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করতে হবে। একই ভাবে, মা-বাবার ওপর নির্ভরশীল সন্তান তার মা বা বাবার জন্মগ্রহণকারী দেশকে নিজের দেশ বলে দাবী করতে পারে।

সর্বশেষ, একজন আবেদনকারী যিনি চলতি বছরের ডিভি কর্মসূচীর জন্য অযোগ্য ঘোষিত একটি দেশে জন্ম গ্রহণ করেছেন তিনি তার মা অথবা বাবা উভয়ের কোন একজনের দেশ-এর হয়ে আবেদন করতে পারবেন যদি না আবেদনকারীর জন্মের সময় তার মা বা বাবার কেউ ওই অযোগ্য দেশের অধিবাসী হয়ে থাকেন। সাধারণত, লোকেরা যে দেশে জন্ম গ্রহণ করে না বা আইনগতভাবে নাগরিক হয় না এবং যদি তারা সাময়িক ভাবে সে দেশে ভ্রমণ করতে যায় বা ব্যবসা অথবা পেশাগত কারণে কিছু দিনের জন্য সে দেশে অবস্থান করে তাহলে তাদেরকে সে দেশের অধিবাসী হিসেবে গণ্য করা হয় না।

একজন আবেদনকারী যিনি এরকম অন্য একটি দেশকে নিজের দেশ হিসেবে গণ্য করে ডিভি কার্যক্রমে আবেদন করবেন তাকে আবেদনপত্রে অবশ্যই এ সংক্রান্ত সকল তথ্য ই-ডিভি আবেদনপত্রের ৬ নং প্রশ্নে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এ কথা মনে রাখতে হবে যে, যদি কোন আবেদনকারী তার যোগ্য দেশ সম্পর্কে সঠিক তথ্য দিতে সক্ষম না হন, বা ভুল দেশ উলেখ করলে, বা তার যথাযথ প্রমাণ দিতে না পারেন তবে সেটা তার আবেদনপত্র বাতিল হওয়ার কারন হতে পারে।

২. চলতি বছরের ডাইভারসিটি ভিসা রেজিস্ট্রেশনে আবেদনের প্রক্রিয়ায় কোন পরিবর্তন অথবা নতুন কোন শর্তাবলী অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কি না?

ডিভি-২০১০ কর্মসুচীতে, আবেদনকারীরা অনলাইনে তাদের আবেদনপত্রের অবস্থান জেনে নিতে পারবেন তাদের কনফার্মেশন নম্বর দিয়ে। যেহেতু এই কনফার্মেশন নম্বর শুধুমাত্র একবার দেওয়া হয় যখন আপনি আপনার আবেদনপত্র সফলভাবে জমা দেন, তাই এটা খুবই জরুরী যে আপনি এই কনফার্মেশন তথ্যটি প্রিন্ট করুন। আপনি এই তথ্যটি হারিয়ে ফেললেও যদি আপনি নির্বাচিত হন তাহলে কেনটাকি কনস্যুলার সেন্টার আপনাকে চিঠি পাঠাবে। আপনি নির্বাচিত না হলে আপনাকে জানানো হবে না, কিন্ত আপনি আপনার এই কনফার্মেশন নম্বর দিয়ে ইন্টারনেটে খোঁজ নিতে পারবেন আপনার আবেদনপত্রের ব্যাপারে।

ফটোর মাপ ডিভি-২০১০ এর জন্য বৃদ্ধি করা হয়েছে (৬০০-৬০০ পিক্সেল)। আগের বছরগুলোতে ব্যবহৃত পুরোনো ছবি ব্যবহার করা যাবে না। সাদা-কালো ছবি গ্রহনযোগ্য নয়।

৩. পরিবারের প্রতিটি সদস্যের জন্যই কি স্বাক্ষর ও ছবি বাধ্যতামূলক, অথবা তা কি শুধুমাত্র প্রধান আবেদনকারীর জন্য প্রযোজ্য?

ইলেক্ট্রনিক ডাইভারসিটি ভিসা আবেদনপত্রের জন্য স্বাক্ষরের প্রয়োজন নেই। আবেদনকারী, তার স্বামী/স্ত্রী এবং ২১ বছর বয়সের নীচে সকল সন্তানের সাম্প্রতিককালে তোলা আলাদা আলাদা ছবি পাঠাতে হবে। পারিবারিক ও গ্রুপ ফটো গ্রহণযোগ্য নয়। ছবি সংক্রান্ত সকল তথ্যের জন্য এই বুলেটিনের ৩ ও ৪ নম্বর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৪. ডিভি কর্মসূচী-তে কিছু নির্দিষ্ট দেশের অধিবাসীরা কেন আবেদন করার যোগ্য *নয়?*

ডাইভারসিটি ভিসা প্রদানের লক্ষ্য হচেছ যে সব দেশ প্রতি বছর যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাপক সংখ্যক অভিবাসী পাঠায় তারা বাদে অন্য সব দেশের অধিবাসীদের অভিবাসন সুবিধা প্রদান করা। যে সব দেশের অধিবাসীদের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের হার অত্যন্ত উচচ, যুক্তরাষ্ট্রের আইন অনুযায়ী তারা ডাইভারসিটি ভিসা পাবার যোগ্য নয়। আইনে বিষয়টি এভাবে ব্যখ্যা করা হয়েছে যে বিগত পাঁচ বছরে যে সব দেশের ৫০ হাজারের বেশি নাগরিক পারিবারিক পৃষ্ঠপোষকতায় এবং চাকুরি-ভিত্তিক ভিসা ক্যাটিগরিতে যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসী হয়ে গেছে, তারা এই ভিসা পাবে না। প্রতি বছর 'ব্যুরো অব সিটিজেনশিপ অ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস' (বিসিআইএস) পারিবারিক ও চাকুরির ভিত্তিতে আগত অভিবাসীর সংখ্যা বিগত পাঁচ বছরের সংখ্যার সাথে জুড়ে দেয় যাতে সেই সব দেশকে সনাক্ত করা যায় যে সব দেশের অধিবাসীদেরকে বার্ষিক ডাইভারসিটি লটারি থেকে বাদ দেয়া যায়। যেহেতু প্রতিটি বার্ষিক ডিভি আবেদনপত্র গ্রহণের সময়কালের আগে নতুন করে তালিকা নির্ধারণ করা হয়, তাই এক বছরের অযোগ্য ঘোষিত দেশের তালিকা থেকে পরবর্তী বছরের তালিকা আলাদা হতে পারে।

৫. ডিভি-২০১০ কর্মসূচীর সংখ্যাগত সীমা বলতে কি বোঝায়?

আইন অনুসারে, প্রতি বছর যুক্তরাষ্ট্রের ডাইভারসিটি অভিবাসন কর্মসূচীর অধীনে যোগ্য আবেদনকারীদেরকে সর্বোচচ ৫৫,০০০ স্হায়ী ভিসা প্রদান করা হয়ে থাকে। তবে, ১৯৯৭ সালের নভেম্বর মাসে 'নিকারাগুয়ান অ্যাডজাস্টমেন্ট অ্যান্ড সেন্ট্রাল অ্যামেরিকান রিলিফ' (এনএসিএআরএ) নামে কংগ্রেস যে আইন পাশ করে তাতে বলা হয়েছে যে বার্ষিকভাবে বরাদ্দকৃত ৫৫ হাজার ভিসার মধ্যে পাঁচ হাজার ভিসা 'এনএসিএআরএ' কর্মসূচীর অধীনে ব্যবহারের জন্য পৃথক করে রাখা হবে। ডিভি-৯৯ কর্মসূচী থেকে এই বিশেষ ব্যবস্হা চালু হয়েছে এবং যতোদিন পর্যন্ত প্রয়োজন ততোদিন তা চলবে। ডিভি ভিসার প্রকৃত সংখ্যা কমিয়ে ৫০ হাজার করা হয় সর্বপ্রথম ডিভি-২০০০ কর্মসূচী থেকে এবং ডিভি-২০১০ কর্মসূচীর জন্যও তা বলবৎ থাকবে।

৬. ডিভি-২০১০ কর্মসূচীর জন্য আঞ্চলিক ডাইভারসিটি ভিসার সংখ্যার সীমা কতো?

অভিবাসন ও জাতীয়তা আইনের (আইএনএ) ২০৩(গ) ধারায় উল্লিখিত ফর্মুলা অনুসারে ব্যুরো অব ইমিগ্রেশন অ্যান্ড সিটিজেন সার্ভিসেস (বিসিআইএস) প্রতি বছর ডিভি-র আঞ্চলিক সংখ্যা নির্ধারণ করে তাকে। 'বিসিআইএস' গণনা সম্পন্ন করে ফেললেই আঞ্চলিক ভিসার সংখ্যা ঘোষণা করা হবে।

৭. ডিভি-২০১০ কর্মসূচীর আবেদনপত্র কখন থেকে গ্রহণ করা হবে?

ডিভি-২০১০ কর্মসূচীর আবেদনপত্র গ্রহণ করার সময় শুরু হবে ২ রা অক্টোবর ২০০৮, এবং তা চলবে ১ লা ডিসেম্বর, ২০০৮ পর্যন্ত। প্রতি বছর রেজিস্ট্রেশনের সময়কালে লাখ লাখ লোক এই কর্মসূচীতে আবেদন করে থাকে। এই জমা পড়া বিপুল পরিমাণ আবেদনপত্র থেকে সফল আবেদনকারী বাছাই ও নির্বাচন প্রক্রিয়ায় প্রচুর কাজ করতে হয়। তাই আবেদনপত্র গ্রহণের সময় নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাস নির্ধারণ করায় সফল আবেদনকারী বাছাই এবং আরো সময় করে তাদের জানিয়ে দেয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। এর ফলে তারা এবং বিদেশে আমেরিকান দূতাবাসসমূহ এবং কনস্যুলেটগুলোও অভিবাসন প্রক্রিয়া ও ভিসা ইস্যুর প্রস্তুতি সম্পন্ন করার জন্য হাতে সময় পাবে। আপনাকে অনুরোধ করা হচেছ যে আপনি রেজিষ্ট্রেশনের প্রথম দিকে আবেদন করতে। রেজিষ্ট্রেশনের শেষের দিকে অত্যধিক চাপের কারনে সিস্টম আবেদনপত্র গ্রহন নাও করতে পারে। তবে কোনভাবেই ১ লা ডিসেম্বর, ২০০৮ (EST) এরপরে কোন আবেদন গ্রহন করা হবে না।

৮. যুক্তরাষ্ট্রে বাস করছেন এমন ব্যক্তিরাও কি ডিভি কর্মসূচীতে আবেদন করতে পারবেন?

হ্যাঁ, একজন আবেদনকারী যুক্তরাষ্ট্রে বা অন্য কোন দেশে বসবাস করতে পারেন এবং যুক্তরাষ্ট্র বা অন্য কোন দেশ থেকে তিনি আবেদন করতে পারবেন।

৯. বার্ষিক ডিভি লটারি রেজিস্ট্রেশনের সময়কালে প্রত্যেক আবেদনকারী কি মাত্র একটি আবেদনপত্রই পাঠাতে পারবেন?

হ্যাঁ, আইন অনুযায়ী ডিভি লটারি রেজিস্ট্রেশনের সময়কালে একজন আবেদনকারী মাত্র একটি আবেদনপত্রই পাঠাতে পারবেন। **যে সব আবেদনকারীর পক্ষ হয়ে একাধিক আবেদনপত্র জমা দেয়া হবে সে লটারিতে অংশ গ্রহণের অযোগ্য বলে প্রতিপন্ন হবে।** রেজিস্ট্রেশনের সময়কালে যারা একাধিক আবেদনপত্র জমা দেবে তাদেরকে সনাক্ত করার জন্য পররাষ্ট্র দফতর সূক্ষ্ম প্রযুক্তি এবং অন্যান্য মাধ্যম ব্যবহার করবে। যে সব আবেদনকারী একাধিক আবেদনপত্র জমা দেবে তাদেরকে অযোগ্য ঘোষণা করা হবে এবং তাদের সম্পর্কে পররাষ্ট্র দফতরে একটি স্হায়ীভাবে একটি রেকর্ড রাখা হবে। আবেদনকারীগণ প্রতি বছরই ডিভির নিয়মিত আবেদনের সময়কালে আবেদন করতে পারবেন।

১০. একজন স্বামী এবং একজন স্ত্রী কি আলাদা আবেদনপত্র পাঠাতে পারবেন?

হ্যাঁ, একজন স্বামী এবং একজন স্ত্রী দু'জনেই আলাদা আলাদা আবেদনপত্র পাঠাতে পারবেন যদি দু'জনেরই শর্ত পূরণের যোগ্যতা থাকে। দু'জনের মধ্যে একজন যদি নির্বাচিত হন তাহলে অন্যজনও ভিসা পাওয়ার যোগ্যতা লাভ করবেন।

১১. আমার ডিভি আবেদন পত্রে পরিবারের কোন কোন সদস্যকে অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে?

আবেদনপত্রে আপনার স্বামী বা স্ত্রীর নাম অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে এবং সকল অবিবাহিত ও ২১ বছরের কম বয়সী সন্তানদের নামও থাকতে হবে। **এই আবেদনপত্রে সেই সব সন্তানের ছবি দিতে হবে না যারা ইতিমধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক অথবা সেখানকার বৈধ স্হায়ী অধিবাসী।** এমনকি আপনি যদি আপনার স্বামী বা স্ত্রী থেকে বর্তমানে বিচ্ছিন্নও থাকেন তাহলেও তার নাম আবেদনপত্রে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। তবে আপনি যদি আইনগতভাবে তার থেকে তালাক নিয়ে থাকেন তাহলে আপনার প্রাক্তন স্বামী/স্ত্রীর নাম তালিকাভুক্ত করার প্রয়োজন নেই। প্রথাগত বিয়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তারিখ হছে মূল বিয়ে উৎসবের তারিখ, ওই তারিখ নয় যেদিন আপনার বিয়ে রেজিস্ট্রি করা হয়েছিল। **আপনার অবিবাহিত ও ২১ বছরের কম বয়সী সকল সন্তানের নাম অবশ্যই তালিকাভুক্ত করতে হবে,** তারা আপনার নিজের সন্তান, আপনার স্বামী/স্ত্রীর আগেকার বিয়ের সন্তান, অথবা আপনার দেশের আইন অনুযায়ী আনুষ্ঠানিকভাবে দত্তক নেয়া সন্তানাদি সকলেরই নাম, জন্ম তারিখ ও জন্ম স্হান আবেদনপত্রে উল্লেখ করতে হবে। এই আবেদনপত্রে কেবলমাত্র সেই সব সন্তানের নাম উল্লেখ করতে হবে না যারা ইতিমধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক অথবা সেখানকার বৈধ স্হায়ী অধিবাসী। **এমনকি যদি ২১ বছর বয়সের নিচে কোন সন্তান বর্তমানে আপনার সঙ্গে থাকে না অথবা ডিভি কর্মসূচীর অধীনে আপনার সঙ্গে অভিবাসী হবে না তাহলে তাদের নামও আপনাকে আবেদনপত্রে উল্লেখ করতে হবে।**

প্রকৃতপক্ষে, আপনার পরিবারের সকল সদস্যের নাম আবেদনপত্রে উল্লেখ করার অর্থ এই নয় যে তারা পরবর্তীতে আপনার সঙ্গে ভ্রমণ করবে। তারা দেশেও রয়ে যেতে পারে। তবে, আপনি যদি একজন যোগ্য ও আপনার ওপর নির্ভরশীল সন্তানকে আপনার ভিসা আবেদনের ফর্মে উল্লেখ করেন যার কথা আপনি মূল আবেদনপত্রে উল্লেখ করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন, তাহলে আপনার ডিভি আবেদনপত্র বাতিল হয়ে যাবে। (এই বিষয়টি কেবলমাত্র সেই সব ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যারা ডিভি-র মূল আবেদনপত্র জমা দেয়ার সময় আপনার পোষ্য ছিল, পরবর্তীতে গৃহীত কোন পোষ্য এই আবেদনপত্রে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না)। আপনার স্বামী/স্ত্রী একটি আলাদা আবেদনপত্র জমা দিতে পারে, যদিও সে আপনার আবেদনপত্রেও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, তবে দু'টি আবেদনপত্রেই পরিবারের সকল পোষ্য সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য প্রদান করতে হবে। এ বিষয়ে আরো জানার জন্য ১০ নম্বর প্রশ্ন দেখুন।

১২. সকল আবেদনকারীকে তাদের নিজেদের আবেদনপত্র নিজেদেরকেই পাঠাতে হবে, অথবা একজন আবেদনকারীর হয়ে অন্য কেউ কি আবেদনপত্র পাঠাতে পারে?

আবেদনকারীরা তাদের আবেদনপত্র নিজেরাই প্রস্তুত এবং পাঠাতে পারে অথবা অন্য কেউ তাদের হয়ে আবেদনপত্র পাঠাতে পারে। তবে আবেদনকারী সরাসরি আবেদনপত্র জমা দেন অথবা কোন আইনজীবী, বন্ধু, আত্মীয় প্রভৃতি কেউ তাদের সাহায্য করুন না কেন, প্রত্যেকের নামে কেবল একটিমাত্রই আবেদনপত্র পাঠানো যাবে এবং আবেদনকারী নিজেই আবেদনপত্রে প্রদত্ত তথ্যের সত্যতা ও সম্পূর্নতার ব্যাপারে দায়বদ্ধ থাকবেন।। আবেদনপত্রটি যদি নির্বাচিত হয় তাহলে তার কাছে যে 'নোটিফিকেশন লেটার'টি পাঠানো হবে তা **শুধুমাত্র** আবেদনপত্রে উল্লিখিত ঠিকানায় ডাকযোগে পাঠিয়ে দেয়া হবে।

১৩. শিক্ষা অথবা কাজের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে কি কি চাহিদা রয়েছে?

আইন ও সংশ্লিষ্ট বিধি অনুযায়ী প্রত্যেক আবেদনকারীর অবশ্যই কমপক্ষে হাইস্কুলের শিক্ষা বা সমমানের শিক্ষা বা বিগত পাঁচ বছরে এমন কোন পেশায় দুই বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে যাতে দুই বছরের প্রশিক্ষণ বা অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়। "হাইস্কুলের বা সমমানের শিক্ষা" বলতে যুক্তরাষ্ট্রে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক মিলিয়ে **১২** বছরের শিক্ষা সফলভাবে সমাপ্ত করা বা অন্য কোন দেশে যুক্তরাষ্ট্রের হাইস্কুল শিক্ষার সংগে তুলনীয় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপ্ত করা বোঝায়। শুধুমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা এই যোগ্যতা পূরন করে। পত্রযোগে শিক্ষা সার্টিফিকেট বা সমতুল্য মানের শিক্ষা সার্টিফিকেট (যেমন G.E.D) গ্রহনযোগ্য নয়। লটারির আবেদনপত্রের সংগে শিক্ষার বা কাজের অভিজ্ঞতার সনদপত্র জমা দিতে হবে না। কিন্তু তা ভিসার জন্য ইন্টারভিউ-এর সময় কনস্যুলার অফিসারের কাছে অবশ্যই পেশ করতে হবে।

ডিভি কর্মসুচীর জন্য কোন কোন পেশা যোগ্য বিরেচিত হবে?

শ্রম অধিদফতর (Department of Labor or DOL) O*Net Online Database এ সমস্ত পেশার অভিজ্ঞতা মোট পাচঁটি ভাগে ভাগ করেছে। যদিও অনেক পেশার বিবরণ এই ওয়েবসাইটে উল্লেখ করা হয়েছে, শুধুমাত্র কিছু সংখ্যক বিশেষ পেশাকে ডিভি'র জন্য যোগ্য হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। ডিভির জন্য আপনি তখনি যোগ্য বিরেচিত হবেন যখন আপনি প্রমাণ করতে পারবেন যে গত পাচঁ বছরের মধ্যে অন্ততঃপক্ষে দুই বছর আপনার নিম্নোক্ত ক্যাটাগরীর পেশার অভিজ্ঞতা আছে: আপনার বর্তমান পেশা অবশ্যই পেশা বিভাগ (job zone 4 or 5) যা Specific Vocational Preparation (SVP) রেঞ্জের ৭ বা তার উর্ধেব থাকে।

Department of Labor ওয়েবসাইটে আমি কিভাবে যোগ্য পেশা সম্পর্কে তথ্য পেতে পারি?

O*Net Online Database - এ ডিভির জন্য নির্ধারিত যোগ্য পেশা উল্লেলখ আছে। আপনার পেশা ডিভি'র জন্য যোগ্য কিনা তা জানার জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো অনুসরণ করুন:

"Find Occupations" বেছে নিন বা প্রেস করুন এবং তারপর একটি নির্দিষ্ট "job family" বেছে নিন। উদাহরণস্বরূপ, "স্হাপত্য ও প্রকৌশল বিদ্যা" (Architecture and Engineering) বেছে নিনএবং "GO" প্রেস করুন। তারপর আপনার নির্দিষ্ট পেশার লিংকে প্রেস করুন। একইভাবে, আপনি "Aerospace Engineers" বা অন্য পেশা বেছে নিতে পারেন। কোন নির্দিষ্ট পেশার লিংক বেছে নেয়ার পর "Job Zone" বাটনটি সিলেক্ট করুন যার মাধ্যমে আপনি ঐ পেশার Jobe Zone number এবং Specific Vocational Preparation (SVP) রেটিং রেঞ্জ পেতে পারেন।

১৪. সফল আবেদনকারী কিভাবে নির্বাচিত করা হবে?

কেন্টাকি কনস্যুলার সেন্টার-এ আবেদনপত্র জমা পড়ার পর বিশ্বের প্রতিটি অঞ্চল থেকে পাওয়া সকল আবেদনপত্রে আলাদা আলাদাভাবে নম্বর দেয়া হবে। লটারিতে রেজিস্ট্রেশনের সময়সীমা শেষ হবার প্রতিটি ভৌগোলিক অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত সকল আবেদনপত্রের মধ্য থেকে কোন প্রকার বাছবিচার না করে একটি কম্পিউটার আবেদনকারীদের নির্বাচন করবে। প্রতিটি অঞ্চলের ক্ষেত্রে নির্বিচারে বাছাই করা প্রথম আবেদনপত্রটি হবে রেজিস্ট্রিকৃত প্রথম আবেদনকারীর, বাছাই করা দ্বিতীয় আবেদনপত্রটি হবে রেজিস্ট্রিকৃত দ্বিতীয় আবেদনকারীর, ইত্যাদি। রেজিস্ট্রেশনের সময়কালে প্রাপ্ত সকল আবেদনপত্র প্রতিটি অঞ্চলের মধ্যে নির্বাচিত হবার সমান সম্ভাবনা রয়েছে। একজন আবেদনকারী যখন নির্বাচিত হবেন তখন তাকে কেন্টাকি কনস্যুলার সেন্টার থেকে একটি 'নোটিফিকেশন লেটার' পাঠিয়ে জানিয়ে দেয়া হবে। সেই সংগে তাকে ভিসার জন্য আবেদন করার প্রক্রিয়াসহ অন্যান্য নির্দেশাবলীও জানানো হবে। যারা নির্বাচিত হবেন তাদেরকে ভিসা সাক্ষাৎকারের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের কোন কনস্যুলার অফিসের সামনে হাজির হবার নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত অথবা মর্যাদা পরিবর্তনের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের কোন 'বিসিআইএস' অফিসে আবেদন না করা পর্যন্ত - কেন্টাকি কনস্যুলার সেন্টার এই সকল আবেদনপত্রসমূহ প্রক্রিয়া করা অব্যাহত রাখবে।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়: নিবার্চিত আবেদনকারীকে ই-মেইলের মাধ্যমে কোন লটারীর ফলাফল পাঠানো হয়না। ই-মেইলে কোন ফলাফল পাওয়া গেলে তার গ্রহণযোগ্যতা নেই বলে গণ্য করতে হবে।

১৫. বিজয়ী আবেদনকারীগণ কি ' ইউএসসিআইএস'-এর সাথে তাদের মর্যাদা সমন্বয় করতে পারবেন?

হ্যাঁ, 'আইএনএ'-র অনুচেছদ ২৪৫-এর শর্তাধীনে অন্য কোনভাবে মর্যাদা সমন্বয় করার যোগ্য না হলে নির্বাচিত প্রার্থীগণ যারা সশরীরে যুক্তরাষ্ট্রে উপস্থিত আছেন তারা স্থায়ী অধিবাসী হিসেবে মর্যাদা সমন্বয়ের জন্য 'ইউ.এস. সিটিজেনশীপ অ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস' (ইউএসসিআইএস)-এ আবেদন করতে পারেন। আবেদনকারীদেরকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০১০-এর আগেই তাদের অন্য দেশে অবস্থানরত আত্মীয়-স্বজনের বিষয়াদি প্রক্রিয়া করাসহ 'বিসিআইএস' যাতে তাদের কেস-এর ব্যাপারে সমুদয় কার্যাদি সম্পন্ন করতে পারে। কারণ ওই তারিখেই ডিভি-২০১০ কর্মসূচীর রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে। ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০১০-এর মধ্যরাত্রির পর ডিভি-২০১০ কর্মসূচীর জন্য কোন পরিস্থিতিতেই আর কোন ভিসা নম্বর প্রদান করা হবে না।

১৬. যে সব আবেদনকারী নির্বাচিত হবে না তাদেরকে কি জানানো হবে?

ডিভি-২০১০ থেকে শুরু করে সকল আবেদনকারী তারা নির্বাচিত হয়েছেন কিনা তা নিজেরাই খোজ নিয়ে দেখতে পারবেন ই-ডিভি ওয়েবসাইটে। আবেদনকারীরা তাদের কনফার্মেশন পেজটি নিজের কাছে রাখবেন আবেদন করা দিন থেকে অনলাইনে তাদের অবস্থান খোজ নেওয়া পর্যন্ত। ডিভি-২০১০ এর তালিকা জুলাই ১, ২০০৯ থেকে জুন ৩০, ২০১০ পর্যন্ত ই-ডিভি ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। আবেদনের সময়সীমা শেষ হবার পাচঁ থেকে সাত মাস সময়কালের মধ্যে আবেদনপত্রে উল্লিখিত ঠিকানায় সকল 'নোটিফিকেশন লেটার' পাঠয়ে দেয়া হবে।

১৭. মোট কতোজন আবেদনকারীকে নির্বাচিত করা হবে?

ডিভি-২০১০ কর্মসূচীর জন্য ৫০,০০০ ভিসা বরাদ্দ করা হয়েছে, কিন্তু তার চাইতেও বেশি সংখ্যক ব্যক্তিকে নির্বাচিত করা হবে। কারণ এটা খুবই স্বাভাবিক যে প্রথম ৫০,০০০ ব্যক্তি ভিসা লাভের জন্য নির্বাচিত হবেন তারা ভিসা লাভের যোগ্যতা অর্জন করবেন না বা ভিসা প্রাপ্তির জন্য তাদের কেসগুলো যথেষ্ট শক্তিশালী হবে না। তাই বরাদ্দকৃত সকল ডিভি ভিসাই যাতে ইস্যু করা যায় তা নিশ্চিত করার জন্য কেন্টাকি কনস্যুলার সেন্টার ৫০,০০০-এরও বেশি আবেদনপত্র নির্বাচিত করবে। তবে, এর অর্থ এই যে প্রাথমিকভাবে যারা নির্বাচিত হবেন তাদের সকলের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক ভিসা না-ও দেয়া হতে পারে। যে সকল আবেদনকারী নির্বাচিত হবেন তাদেরকে যতো শীঘ্র সম্ভব তালিকায় তাদের অবস'ান সম্পর্কে জানিয়ে দেয়া হবে। যারা নির্বাচিত হবেন ২০০৯-এর অক্টোবর মাসের প্রথম দিকে তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ শুরু হবে। বিদেশে যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসসমূহে কনস্যুলার অফিসারদের সাথে নির্ধারিত সাক্ষাৎকার শুর" হবার চার থেকে ছয় সপ্তাহ আগে কেন্টাকি কনস্যুলার সেন্টার নির্বাচিত আবেদনকারী-দেরকে সাক্ষাৎকারের চিঠি পাঠাবে। ভিসার সংখ্যা বরাদ্দ সাপেক্ষে প্রতি মাসেই ভিসা ইস্যু করা হবে সেই সব আবেদনকারীদেরকে যারা ওই মাসে ইস্যু হওয়া ভিসার জন্য

প্রস্তুত হবে। ৫০,০০০ ডিভি ভিসার সমস্তই যখন ইস্যু করা সম্পন্ন হবে, তখন ওই বছরের কর্মসূচী শেষ হবে। নীতিগতভাবে, ২০১০ সালের সেপ্টেম্বর মাসের আগেই ভিসার সংখ্যা ফুরিয়ে যেতে পারে। নির্বাচিত আবেদনকারীগণ যারা ভিসা লাভ করতে ইচ্ছুক ভিসা লাভের জন্য তাদের দ্রুত প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। **কেন্টাকি কনস্যুলার সেন্টারে কম্পিউটার কর্তৃক বাছবিচারহীনভাবে আবেদনপত্র নির্বাচন স্বয়ংক্রিয়ভাবে এটা নিশ্চিত করে না যে আপনি ভিসা লাভ করবেন। ভিসা প্রাপ্তির জন্য আপনাকে যোগ্যতা প্রমান করতে হবে।**

১৮. ডিভি কর্মসূচীতে আবেদন করতে আবেদনকারীদের জন্য কোন ন্যূনতম বয়স আছে কি না?

ডিভি কর্মসূচীতে আবেদন করার জন্য ন্যূনতম কোন বয়সসীমা নেই। তবে আবেদন করার সময় প্রত্যেক প্রধান আবেদনকারীর জন্য হাই স্কুল শিক্ষা অথবা কাজের অভিজ্ঞতার যে শর্ত দেয়া হয়ে থাকে তাতে করে ১৮ বছরের নিচে বেশির ভাগ ব্যক্তিই কার্যকরনে অযোগ্য হিসেবে গণ্য হবে।

১৯. ডিভি কর্মসূচীর জন্য কি কোন নির্দিষ্ট ফি রয়েছে?

ডিভি আবেদনপত্র জমা দেয়ার জন্য কোন ফি দিতে হয় না। এ বছরের কর্মসূচীর জন্য যে সব আবেদনকারী প্রকৃতই নির্বাচিত হবেন যুক্তরাষ্ট্রের কোন কনস্যুলার সেকশনে তাদের আবেদনপত্র প্রক্রিয়াকরণের জন্য তাদেরকে পরবর্তীতে একটি বিশেষ ডিভি কেস প্রক্রিয়াকরণ ফি দিতে হবে। অন্যান্য অভিবাসন ভিসা আবেদনকারীদের মতো ডিভি আবেদনকারীদেরকেও ভিসা ইস্যু করার সময় নিয়মিত ভিসা ফি অবশ্যই দিতে হবে। যে সকল আবেদনকারী নির্বাচিত হবেন কেন্টাকি কনস্যুলার সেন্টার থেকে তাদেরকে নির্দেশাবলী পাঠানোর সময় প্রদেয় সকল ফি-র বিষয়ে বিস্তারিতভাবে জানিয়ে দেয়া হবে।

২০. ডিভি আবেদনকারীগণ কি ভিসা পাবার কোন প্রকার অযোগ্যতার ভিত্তিতে কোন প্রকার ছাড়ের জন্য বিশেষভাবে আবেদন করার অধিকারী?

না। অভিবাসন ও জাতীয়তা আইনে উল্লিখিত নিয়মাবলী অনুযায়ী আবেদনকারীগণ অভিবাসন ভিসার জন্য সকল ভিত্তিতে অযোগ্য বলে গণ্য হতে পারেন। আইনে সাধারণভাবে প্রদান করা ছাড় ব্যতীত ভিসা অযোগ্যতার ক্ষেত্রে অন্য কোন বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা নেই। কিছু ছাড়ের সুযোগ কেউ কেউ পেতে পারেন যাদের কোন নিকট আত্মীয় মার্কিন নাগরিক বা সেখানকার একজন বৈধ স্থায়ী অধিবাসী। ডিভি প্রোগ্রামের সময় সীমাবদ্ধতার কারনে ভিসা আবেদনকারীদের এই সুবিধা পেতে অসুবিধা হতে পারে।

২১. যে সব ব্যক্তি ইতিমধ্যেই অভিবাসন ভিসার অন্য কোন ক্যাটিগরিতে নিবন্ধিত হয়েছেন তারা কি ডিভি কর্মসূচীর আওতায় আবেদন করতে পারবেন?

হ্যাঁ, এ ধরনের ব্যক্তিরা ডিভি কর্মসূচীর অধীনে আবেদন করতে পারবেন।

২২. যে সকল আবেদনকারী নির্বাচিত হবেন তারা ডিভি ক্যাটিগরির আওতায় কতো দিন পর্যন্ত ভিসার জন্য আবেদন করতে পারবেন?

ডিভি-২০১০ লটারিতে যে সকল ব্যক্তি নির্বাচিত হবেন তারা কেবলমাত্র ২০১০ অর্থবছরে আবেদন করার অধিকারী অর্থাৎ ২০০৯ সালের অক্টোবর মাস থেকে ২০১০ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত তারা ভিসার জন্য আবেদন করতে পারবেন। আবেদনকারীদেরকে অবশ্যই অর্থবছর শেষ (৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০১০) হবার মধ্যেই ডিভি ভিসা পেতে হবে অথবা তাদের মর্যাদা সমন্বয় করে নিতে হবে। যে সকল ব্যক্তি নির্বাচিত হবেন কিন্তু ২০১০ অর্থবছরের মধ্যে ভিসা নিতে পারবেন না তারা পরবর্তী বছরে ডিভি ভিসার সুবিধা লাভ করবেন না। এছাড়াও, মূল আবেদনকারীর স্বামী/স্ত্রী ও সন্তানেরা যারা ডিভি-২০১০ কার্যক্রমের আওতায় একই মর্যাদা লাভ করবেন তারাও ২০০৯ সালের

অক্টোবর মাস থেকে ২০১০ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত-ই কেবল ডিভি ক্যাটিগরিতে ভিসা নিতে পারবেন। আবেদনকারীগণ যারা বিদেশ থেকে আবেদন করবেন তারা নির্ধারিত সাক্ষাৎকারের চার থেকে ছয় সপ্তাহ আগে কেন্টাকি কনস্যুলার সেন্টার থেকে সাক্ষাৎকারের চিঠি পাবেন।

২৩. যদি ডিভি লটারী বিজয়ী মূল আবেদনকারী মারা যায়, সেক্ষেত্রে ডিভি কেসের কি হবে?

ডিভি লটারী বিজয়ী মূল আবেদনকারী মারা গেলে সেই ডিভি কেস সাথে সাথে বাতিল বলে গণ্য হবে। ঐ কেসের অধীনে স্বামী/স্ত্রী বা ছেলেমেয়ে কেউই ভিসার জন্য যোগ্য থাকবে না।

২৪. অনলাইনে ই-ডিভি (ইলেক্ট্রনিক ডাইভারসিটি ভিসা) কবে থেকে পাওয়া যাবে?

২০০৮ সালের ২ রা অক্টোবর 'ইস্টার্ন স্ট্যান্ডার্ড টাইম' দুপুর ১২টা (গ্রিনিচ মান সময় -৫টা) থেকে অনলাইনে ডিভি-র আবেদনপত্র পাওয়া যাবে। আবেদনপত্র জমা দেয়ার শেষ সময় ১ লা ডিসেম্বর ২০০৮ তারিখের 'ইস্টার্ন স্ট্যান্ডার্ড টাইম' দুপুর ১২টা (গ্রিনিচ মান সময় -৫)।

২৫. আমি কি ই-ডিভি আবেদনপত্র মাইক্রোসফট ওয়ার্ড প্রোগ্রাম (অথবা অন্য কোন উপযুক্ত প্রোগ্রাম)-এ ডাউনলোড ও সেভ করে তারপর পূরণ করতে পারবো?

না, ইলেক্ট্রনিক ডিভি আবেদনপত্র পূরণ এবং জমা দেয়ার জন্য এই ফর্মটি আপনি অন্য কোন প্রোগ্রামে সেভ করতে পারবেন না। ই-ডিভি আবেদনপত্র একটি ওয়েব ফর্ম মাত্র। এতে করে আবেদনপত্রটি কারো নিজস্ব ওয়ার্ড প্রসেসর ফরম্যাটে না সেভ হয়ে সেটি একটি "সার্বজনীন" রূপ পেয়েছে। উপরন্তু, ই-ডিভি আবেদনপত্রে অনলাইনে থেকেই চাহিদামাফিক তথ্যাদি পূরণ এবং জমা দিতে বলা হয়েছে।

২৬. আমার যদি কোন নিজস্ব স্ক্যানার না থাকে তাহলে কি আমি আমার যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত আত্মীয়ের কাছে স্ক্যান করার জন্য ছবি পাঠাতে পারি, সে ছবিগুলো স্ক্যান করার পর একটি ডিস্কেটে সেভ করে আবেদন করার জন্য ছবিসহ ডিস্কেটটি ডাকযোগে আমার কাছে ফেরত পাঠাতে পারে?

হ্যাঁ, এটা করা যেতে পারে যদি এই সকল ছবি ডিভি-র নিয়মাবলীতে উল্লিখিত চাহিদা পূরণ করে এবং অনলাইনে ই-ডিভি আবেদনপত্র জমা দেয়ার সময় একই সাথে যদি ইলেক্ট্রনিক্যালি আবেদনকারীর ছবিও জমা দেয়া হয়। অনলাইনে আবেদনপত্র জমা দেয়ার সময় একই সাথে স্ক্যান করা ছবির ফাইলও জমা দিতে হবে। অনলাইনে আবেদনপত্র জমা দেয়ার সময় এ থেকে ছবির ফাইল আলাদা করা যাবে না। অনলাইনে প্রত্যেক ব্যক্তির কেবলমাত্র একটি আবেদনপত্রই জমা দেয়া যাবে। কোন ব্যক্তি যদি একের অধিক আবেদনপত্র জমা দেয় তাহলে ডিভি-২০১০ কর্মসূচীর জন্য তার আবেদনপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে। একই রকমভাবে সম্পূর্ণ একটি আবেদনপত্র (ছবি এবং আবেদনপত্র একত্রে) ইলেকট্রনিকভাবে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বা অন্য দেশ থেকেও জমা দেয়া যাবে।

২৭. আমি কি অনলাইনে আবেদনপত্রটি সেভ করে রাখতে পারি যাতে এর একটি অংশ পূরণ করে পরবর্তীতে ফিরে এসে আবার বাকি অংশ পূরণ করতে পারি?

না, তা করা যাবে না। ই-ডিভি আবেদনপত্র এমনভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে যাতে এক বারে বসে এটা পূরণ করে একবারেই জমা দিয়ে দিতে হয়। এই আবেদনপত্রটি দু'টি অংশে বিভক্ত এবং সম্ভাব্য নেটওয়ার্ক সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং বিলম্বের জন্য ইলেক্ট্রনিক-ডিভি ব্যবস্হা এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যাতে ফর্মটি ডাউনলোড করা থেকে শুরু করে ই-ডিভি-র ওয়েবসাইটে এটি জমা দেয়া পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়াটির জন্য সময় দেয়া হয়েছে ৬০ মিনিট। যদি ৬০ মিনিটের বেশি সময় অতিক্রান্ত হয়ে যায় এবং আবেদনপত্রটি ইলেক্ট্রনিক্যালি সম্পন্ন করা সম্ভব না হয় তাহলে যতো তথ্য প্রদান করা হয়েছে তা বাতিল হয়ে যাবে। এই পদক্ষেপটি গ্রহণ করা হয়েছে এই কারণে যে যাতে করে পরবর্তীতে সম্পূর্ণভাবে পূরণ করে জমা দেয়া আবেদনপত্রটি কোনভাবেই আংশিক পূরণ করা আবেদনপত্রটির

ডুপ্লিকেট হিসেবে গৃহীত না হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, ধরা যাক স্ত্রী ও সন্তানসহ একজন আবেদনকারী ই-ডিভি আবেদনপত্রের প্রথম অংশটি পূরণ করে পাঠালো এবং এবং তারপর আবেদনপত্রের দ্বিতীয় অংশটি পেলো কিন্তু ওই দ্বিতীয় অংশটি পূরণ করে পাঠাতে তার বিলম্ব হয়ে গেলো কারণ যে ফাইলটিতে তার সন্তানের ছবি রয়েছে সেটি খুঁজে পেতে তার সমস্যা হচ্ছিলো। সম্পূর্ণভাবে পূরণ করা ফর্মটির দ্বিতীয় অংশটি যদি নির্ধারিত ৬০ মিনিটের মধ্যে আবেদনকারী পাঠিয়ে দিতে পারে এবং ওই নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই যদি ই-ডিভি ওয়েবসাইট সেটি পেয়ে যায় তাহলে কোন সমস্যা নেই। কিন্তু ফর্মটির দ্বিতীয় অংশ যদি নির্ধারিত ৬০ মিনিট পার হবার পরে পৌঁছায় তাহলে তাহলে আবেদনকারীকে জানিয়ে দেয়া হবে যে তাকে ওই পুরো প্রক্রিয়াটি পুনরায় নতুন করে শুরু করতে হবে। ই-ডিভি আবেদনপত্রটি পূরণ করতে কি কি তথ্যাদি প্রয়োজন তা ডিভি-২০১০-এর নিয়মাবলীতে পরিষ্কার করে ও সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অনলাইনে ফর্মটি পূরণ শুরু করার আগে আপনার কাছে যে সমস্ত তথ্যাবলীই রয়েছে তা নিশ্চিত হবার জন্য আপনি এই ভাবে নিজেকে প্রস্তুত করতে পারেন।

২৮. আবেদনপত্রের সাথে জমা দেয়া ডিজিটাল ছবিগুলো যদি চাহিদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ না হয়, তাহলে সম্পূর্ণ প্রক্রিয়ায় বলে দেয়া হয়েছে যে সিস্টেম স্বয়ংক্রিয়ভাবেই ই-ডিভি আবেদনপত্রটি বাতিল করে দেবে এবং আবেদনকারীকে জানিয়ে দেবে। এর অর্থ কি এই যে আমি পুনরায় আবেদনপত্র জমা দিতে পারবো?

হ্যাঁ, আবেদনপত্র পুনরায় জমা দেয়া যাবে। যেহেতু আবেদনপত্রটি স্বয়ংক্রিয়ভাবেই প্রত্যাখ্যাত হয়েছে তাই সেটিকে ই-ডিভি ওয়েবসাইটে জমা পড়েছে বলে গৃহীত হচ্ছে না। এটি একটি জমা পড়া আবেদনপত্র হিসেবে গণ্য হচ্ছে না এবং এর ফলে রিটার্ন রিসিটও পাঠানো হচ্ছে না। আবেদনপত্রের সাথে পাঠানো ডিজিটাল ছবিতে যদি কোন সমস্যা থাকে অর্থাৎ তা যদি চাহিদামাফিক না হয় তাহলে ই-ডিভি ওয়েবসাইট স্বয়ংক্রিয়ভাবেই তা বাতিল করে দেবে। তবে, আবেদনপত্র বাতিল হবার মেসেজ বা ই-মেইল বার্তাটি কতোক্ষণে আবেদনকারীর কাছে পৌঁছাবে তা ইন্টারনেটের প্রকৃতির কারণে আগে থেকে বলা সম্ভব নয়। আবেদনকারী নিজেই যদি সমস্যার সমাধান করতে পারে এবং আবেদনপত্রে প্রথম বা দ্বিতীয় অংশ যদি নির্ধারিত ৬০ মিনিটের মধ্যেই পুনরায় পাঠিয়ে দিতে পারে তাহলে কোন সমস্যা নেই। অন্যথায়, পুরো ডিভি আবেদনের প্রক্রিয়াটি পুনরায় শুরু করতে হবে।
ই-ডিভি ওয়েবসাইট একটি সম্পূর্ণ আবেদনপত্র গ্রহণ করে কনফার্মেশন নোটিশ না পাঠানো পর্যন্ত আবেদনকারী প্রয়োজন অনুযায়ী যতোবার খুশি আবেদনপত্র পাঠাতে পারবে।

২৯. ই-ডিভি ওয়েবসাইট যে একটি সম্পূর্ণভাবে পূরণ করা আবেদনপত্র লাভ করেছে তার কনফার্মেশন নোটিশ কি আবেদনপত্র জমা দেয়ার সাথে সাথে পাঠানো হবে?

ই-ডিভি ওয়েবসাইট যে একটি সম্পূর্ণভাবে পূরণ করা আবেদনপত্র লাভ করেছে তা জানানোর জন্য
একটি কনফার্মেশন নোটিশ ই-ডিভি ওয়েবসাইট তাৎক্ষণিকভাবেই প্রেরণ করবে কিন্তু ওই মেসেজ বা ই-মেইল বার্তাটি কতোক্ষণে আবেদনপত্র প্রেরণকারীর কাছে পৌঁছাবে তা ইন্টারনেটের প্রকৃতির কারণে আগে থেকে বলা সম্ভব নয়। ফর্মে 'সাবমিট' বাটন চাপ দেয়ার পর অনেকগুলো মিনিট যদি পার হয়ে যায় তাহলে দ্বিতীয় বার 'সাবমিট' বাটন চাপ দেয়ায় কোন ক্ষতি নেই। দ্বিতীয় বার 'সাবমিট' বাটন চাপ দিলে ই-ডিভি সিস্টেম দ্বিধান্বিত হয়ে পড়বে না কারণ তখন পর্যন্ত কোন কনফার্মেশন নোটিশ এসে পৌঁছায়নি। ই-ডিভি ওয়েবসাইট একটি সম্পূর্ণ আবেদনপত্র গ্রহণ করে কনফার্মেশন নোটিশ না পাঠানো পর্যন্ত আবেদনকারী প্রয়োজন অনুযায়ী যতোবার খুশি আবেদনপত্র পাঠাতে পারবে। একবার কনফার্মেশন নম্বর পাওয়ার পর নতুন করে আর আবেদনপত্র জমা দেবেন না।

৩০. আমি কিভাবে জানতে পারবো যে আমি ডিভি লটারী জয়ের যে নোটিফিকেশন পেয়েছি এবং তা আসলেই নির্ভরযোগ্য? আমি কিভাবে নিশিচত হবো যে আমি কোনরকম বাছবিচার ছাড়া নির্বাচন পদ্ধতির মাধ্যমে ডিভি লটারীতে নির্বাচিত হয়েছি?

আপনার কনফার্মেশন পেজটি রাখুন। লটারী হওয়ার পর আপনার আবেদনের অবস্হান আপনি ডিভি ওয়েবসাইটে খোজ নিতে পারবেন। আপনি এই তথ্যটি হারিয়ে ফেললে নিজে আর খোজ নিতে পারবেন না এবং আমরাও এই কনফার্মেশন তথ্য আপনাকে দ্বিতীয়বার তা পাঠাবো না। নির্বাচিত আবেদনকারীদেও আবেদনের সময়সীমা শেষ হবার পাচঁ থেকে

সাত মাস সময়কালের মধ্যে আবেদনপত্রে উল্লিখিত ঠিকানায় সকল ‘নোটিফিকেশন লেটার’ পাঠিয়ে দেয়া হবে। শুধুমাত্র নির্বাচিত আবেদনকারীদের চিঠি পাঠানো হবে। যারা চিঠি পাবেন না তারা ওয়েবসাইটে খোজ নিয়ে দেখতে পারেন, তবে তাদেরকে কোন চিঠি বা ই-মেইলের মাধ্যমে জানানো হবে না। আপনি কনফার্মেশন তথ্যটি হারিয়ে ফেললে নিজে আর খোজ নিতে পারবেন না এবং আপনি জানবেন আপনি নির্বাচিত হয়েছেন যখন আপনি আমাদের থেকে চিঠি পাবেন। বিভিন্ন দেশে যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস এবং কনস্যুলেটসমূহ সফল আবেদনকারীদের তালিকা দিতে সক্ষম হবে না।

কেনটাকি কনসুলার সেন্টার (KCC) নির্বাচিত আবেদনকারীদের চিঠি পাঠাবে। এই চিঠিতে ভিসা আবেদন প্রক্রিয়া সম্পর্কিত তথ্য থাকবে। এই নির্দেশাবলীতে উল্লেখ থাকবে যে নির্বাচিত আবেদনকারীদের সকল ভিসা (ইমিগ্রেশন ভিসা এবং ডিভি) ফি ব্যক্তিগতভাবে শুধুমাত্র ইন্টারভিউ-এর দিন সংশ্লিষ্ট এম্বেসী বা কনসুলেটে জমা দিতে হবে। কনসুলার ক্যাশিয়ার বা কনসুলার অফিসার তাৎক্ষনিকভাবে একটি রিসিট প্রদান করবেন যাতে বর্ণিত থাকবে ফি যুক্তরাষ্ট্র সরকার বরাবরে প্রদান করা হয়েছে। ডিভি ফি'র টাকা কোনভাবে চিঠি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন বা এই ধরনের কোন ডেলিভারী সার্ভিসের মাধ্যমে কখনোই পাঠাবেন না।

ই- ডিভি লটারীর আবেদনপত্র ইন্টারনেটে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে www.dvlottery.state.gov দেওয়া আছে। KCC শুধুমাত্র নির্বাচিত আবেদনকারীদেরকে চিঠি পাঠিয়ে যোগাযোগ করে। সরকার কখনোই ই-মে ইলের মাধ্যমে যোগাযোগ করে নাই এবং ভবিষ্যতে ডিভি ২০১০ কর্মসুচীতে ই-মে ইলের মাধ্যমে কোন নির্বাচিত আবেদনকারীকে যোগাযোগ করার পরিকল্পনা নাই।

যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতরের ভিসা অফিস জনসাধারনকে জানিয়ে থাকে যে শুধুমাত্র যেইসব ইন্টারনেট সাইটে ".gov" সূচক রয়েছে শুধুমাত্র সেগুলো সরকারী অফিশিয়াল ওয়েবসাইট। অন্যান্য অনেক বেসরকারী ওয়েবসাইট (যাদের ঠিকানার শেষে .com, .org, .net রয়েছে) ইমিগ্রেশন ভিসা সংক্রান্ত উপযুক্ত এবং প্রয়োজনীয় তথ্য ও সেবা প্রদান করে থাকে। এই সমস্ত বেসরকারী ওয়েবসাইটে প্রাপ্ত তথ্য বা উপকরণ সম্পর্কে পররাষ্ট্র দফতর কোন প্রকার সমর্থন, প্রতিশ্রুতি বা সুপারিশ করে না।

কিছু ওয়েবসাইট অফিসিয়াল ওয়েবসাইট হিসেবে জনসাধারনকে বিভ্রান্ত করে থাকে এবং তাদের প্রস্তাবে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করে। এই ওয়েবসাইটগুলো আপনাকে বিভিন্ন ধরনের ভিসা সার্ভিসের (যেমন, ফর্ম, তথ্য, ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়া ইত্যাদি) জন্য টাকা প্রদান করতে প্ররোচিত করবে, যেখানে এই তথ্য পররাষ্ট্র দফতরের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে এবং এম্বেসীর কনসুলার সেকশন ওয়েবসাইটে কোন ফি ছাড়াই জানা যাবে। উপরন্তু এই ওয়েবসাইটগুলো এমনসব সেবার জন্য ফি প্রদান করতে বাধ্য করবে যা আসলে আপনি পাবেন না। এবং অনেকক্ষেত্রেই ডিভি ফি হিসাবে আপনার টাকা আত্মসাৎ করার চেষ্টা করবে। আপনি যদি কখনও এই ধরনের প্রতারকদের টাকা পাঠান তবে আপনি তা কখনও ফেরত পাবেন না। আপনাকে আরো সতর্ক থাকতে হবে যাতে আপনি এই সমস্ত ওয়েবসাইটে কোন ব্যক্তিগত তথ্য প্রদান না করেন যা পরবর্তীতে আপনার পরিচয় জালিয়াতি/চুরিতে সহায়ক হতে পারে ।

৩১. আমি কিভাবে ইন্টারনেটে জালিয়াতি বা অযাচিত ই-মেইলের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানাতে পারবো?

আপনি যদি ইন্টারনেট জালিয়াতির ব্যাপারে নালিশ জানাতে চান তাহলে Federal Trade Commission পরিচালিত econsumer.gov ওয়েবসাইট (http://www.econsumer.gov/english/) পরিদর্শন করুন, যা ১৭ টি দেশের ভোক্তা সংরক্ষন এজেন্সীর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পরিচালিত হয়। অথবা, আপনি Federal Bureau of Investigation (FBI) এর Internet Crime Complaint Center এ যোগাযোগ করতে পারেন। আপনি যদি অযাচিত ই-মেইল সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করতে চান তবে পররাষ্ট্র দফতরের Department of Justice contact us page এ যোগাযোগ করুন।

যে সব দেশের নাগরিক ডিভি-২০১০ আবেদন করার যোগ্য, অঞ্চল ভিত্তিতে সেই সব দেশের তালিকা

চলতি বছরের ডাইভারসিটি কর্মসূচীর জন্য প্রতিটি ভৌগোলিক অঞ্চলের যে সব দেশের অধিবাসীরা আবেদন করার যোগ্য তার তালিকা এখানে দেয়া হলো। পররাষ্ট্র দফতরের ভূগোল বিশারদদের প্রদত্ত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে প্রতিটি অঞ্চলের মধ্যে দেশসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে। যে সব দেশের নাগরিক ডিভি-২০১০ কর্মসূচীতে আবেদন করতে পারবে না সেগুলো চিহ্নিত করেছে 'ইউ.এস. সিটিজেনশীপ অ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস' (ইউএসসিআইএস)। অভিবাসন ও জাতীয়তা আইনের ২০৩(গ) ধারায় বর্ণিত ফর্মুলা অনুসারে তা করা হয়েছে ।
বিদেশে নির্ভরশীল এলাকাসমূহ শাসক দেশের অঞ্চলের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। যে সব দেশের নাগরিক ডাইভারসিটি কর্মসূচীতে (কারণ এই দেশগুলোই পারিবারিক পৃষ্ঠপোষকতায় এবং চাকুরি-ভিত্তিক অভিবাসন অথবা যুক্তরাষ্ট্রে "উচচ প্রবেশের" হার-এর প্রধান উৎস দেশ) আবেদন করার যোগ্য নয় সেগুলোর নাম সেই সেই অঞ্চলের তালিকার শেষে উল্লেখ করা হয়েছে।

আফ্রিকা

আলজেরিয়া
অ্যাঙ্গোলা
বেনিন
বতসোয়ানা
বুর্কিনা ফাসো
বুরুন্ডি
ক্যামেরুন
কেপ ভার্দে
মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র
চাদ
কমোরস
কঙ্গো
কঙ্গো গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র
আইভোরি কোস্ট
জিবুতি
মিশর
ইকুয়েটরিয়াল গিনি
ইরিত্রিয়া
ইথিওপিয়া
গ্যাবন
গাম্বিয়া
ঘানা
গিনি
গিনি বিসাউ
কেনিয়া
লেসোথো
লাইবেরিয়া
লিবিয়া
মাদাগাস্কার
মালাওয়ি
মালে
মৌরিতানিয়া

মরিশাস
মরক্কো
মোজাম্বিক
নামিবিয়া
নাইজার
নাইজেরিয়া
রুয়ান্ডা
সাও টোম ও প্রিন্সিপি
সেনেগাল
সেশেল্স
সিয়েরা লিওন
সোমালিয়া
দক্ষিণ আফ্রিকা
সুদান
সোয়াজিল্যান্ড
তাঞ্জানিয়া
টোগো
তিউনিসিয়া
উগান্ডা
জাম্বিয়া
জিম্বাবুয়ে

গাজা স্ট্রীপ- এ জন্মগ্রহনকারীরা দেশ হিসেবে মিশরকে বেছে নেবেন।

এশিয়া

আফগানিস্হান
বাহরাইন
বাংলাদেশ
ভুটান
ব্রুনেই
বার্মা
কম্বোডিয়া
পূর্ব তিমুর
হংকং (বিশেষ প্রশাসনিক এলাকা)
ইন্দোনেশিয়া
ইরান
ইরাক
ইসরায়েল
জাপান
জর্ডান
কুয়েত
লাওস
লেবানন
মালয়েশিয়া

মালদ্বীপ
মঙ্গোলিয়া
নেপাল
উত্তর কোরিয়া
ওমান
কাতার
সৌদি আরব
সিঙ্গপুর
শ্রীলংকা
সিরিয়া
তাইওয়ান
থাইল্যান্ড
সংযুক্ত আরব আমিরাত
ইয়েমেন

নিচে উল্লিখিত এশীয় দেশসমূহ চলতি বছরের ডাইভারসিটি কর্মসূচীতে আবেদন করার **যোগ্য নয়:** চীন (মূল ভূ-খন্ডে জন্মগ্রহণকারী), ভারত, পাকিস্হান, দক্ষিণ কোরিয়া, ফিলিপাইন্স, এবং ভিয়েতনাম। হংকং এসএআর, এবং তাইওয়ানে জন্মগ্রহণকারীগণ **আবেদন করতে পারবেন** এবং তালিকায় তাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। ম্যাকাও এসএআর-এর বাসিন্দারাও আবেদন করার যোগ্য এবং তালিকায় নাম রয়েছে।

জুন ১৯৬৭ সালের আগে ইসরায়েল, জর্ডান এবং সিরিয়া অধিকৃত এলাকায় জন্মগ্রহনকারীরা দেশ হিসেবে ইসরায়েল, জর্ডান এবং সিরিয়াকে বেছে নেবেন।

ইউরোপ

আলবেনিয়া
অ্যান্ডোরা
আরমেনিয়া
অস্ট্রিয়া
আজারবাইজান
বেলারুশ
বেলজিয়াম
বসনিয়া ও হার্জিগোভিনা
বুলগেরিয়া
ক্রোয়াশিয়া
সাইপ্রাস
চেক প্রজাতন্ত্র
ডেনমার্ক (নির্ভরশীল এলাকাসমূহসহ)
এস্টোনিয়া
ফিনল্যান্ড
ফ্রান্স (নির্ভরশীল এলাকাসমূহসহ)
জর্জিয়া
জার্মানী
গ্রীস
হাঙ্গেরি

আইসল্যান্ড
আয়ারল্যান্ড
ইটালি
কাজাখস্হান
কসোভো
কিরঘিজস্হান
লাটভিয়া
লাইখটেনস্টাইন
লিথুয়ানিয়া
লুক্সেমবার্গ
ম্যাকাও বিশেষ প্রশাসনিক অঞ্চল
মেসিডোনিয়া, সাবেক যুগোশ্লাভ প্রজাতন্ত্র
মাল্টা
মলদোভা
মোনাকো
মন্টেনেগ্রো
নেদারল্যান্ড্স (নির্ভরশীল এলাকাসমূহসহ)
উত্তর আয়ারল্যান্ড
নরওয়ে
পর্তুগাল (নির্ভরশীল এলাকাসমূহসহ)
রোমানিয়া
স্যান ম্যারিনো
সার্বিয়া
স্লোভাকিয়া
স্লোভেনিয়া
স্পেন
সুইডেন
সুইজারল্যান্ড
তাজিকিস্হান
তুরস্ক
তুর্কমেনিস্হান
ইউক্রেন
উজবেকিস্হান
ভ্যাটিকান সিটি

নিচে উল্লিখিত ইউরোপীয় দেশসমূহ চলতি বছরের ডাইভারসিটি কর্মসূচীতে আবেদন করার যোগ্য **নয়ঃ**
গ্রেট বৃটেন, পোলান্ড ও রাশিয়া। গ্রেট বৃটেনের (যুক্তরাজ্য) মধ্যে যে সব এলাকা অন্-র্ভুক্ত সেগুলো হলোঃ অ্যাঙ্গুইলা, বারমুডা, বৃটিশ ভার্জিন আইল্যান্ড্স, কেম্যান আইল্যান্ড্স, ফকল্যান্ড আইল্যান্ড্স, জিব্রাল্টার, মনসেরাত, পিটকেয়ার্ন, সেন্ট হেলেনা, টার্কস ও কেকোস আইল্যান্ড্স। এখানে উল্লেখ্য যে কেবলমাত্র ডাইভার্সিটি কর্মসূচীর জন্য উত্তর আয়ারল্যান্ডকে আলাদাভাবে বিবেচনা করা হয়েছে। উত্তর আয়ারল্যান্ডের বাসিন্দারা **ডিভি কর্মসূচীতে আবেদন করার যোগ্য** এবং যোগ্য অঞ্চলের তালিকায় এর নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

উত্তর আমেরিকা

বাহামা দ্বীপপুঞ্জ

উত্তর আমেরিকায় কানাডা ও মেক্সিকোর বাসিন্দারা এ বছরের ডাইভারসিটি কর্মসূচীতে আবেদন করার **যোগ্য নয়।**

ওশেনিয়া

অস্ট্রেলিয়া (নির্ভরশীল এলাকাসমূহসহ)
ফিজি
কিরিবাতি
মার্শাল আইল্যান্ড্স
মাইক্রোনেশিয়া
নাউর"
নিউ জিল্যান্ড (নির্ভরশীল এলাকাসমূহসহ)
পালাউ
পাপুয়া নিউ গিনি
সলোমন আইল্যান্ড্স
টোঙ্গা
তুভালু
ভানুয়াতু
সামোয়া

দক্ষিণ আমেরিকা, মধ্য আমেরিকা, এবং ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জ

অ্যান্টিগুয়া ও বারবুডা
আর্জেন্টিনা
বারবাডোস
বেলিজ
বলিভিয়া
চিলি
কোস্টারিকা
কিউবা
ডমিনিকা
গ্রেনাডা
গায়ানা
হন্ডুরাস
নিকারাগুয়া
পানামা
প্যারাগুয়ে
সেইন্ট কিট্স ও নেভিস
সেইন্ট লুসিয়া
সেইন্ট ভিনসেন্ট ও দি গ্রেনাডাইন্স
সুরিনাম
ত্রিনিদাদ ও টোবাগো
উর"গুয়ে
ভেনেজুয়েলা

এই অঞ্চলের যে সব দেশ চলতি বছরের ডাইভারসিটি কর্মসূচীতে আবেদন করার **যোগ্য নয়** সেগুলো হলোঃ
ব্রাজিল, কলম্বিয়া, ডমিনিকান প্রজাতন্ত্র, ইকুয়েডর, এল সালভাদর, গুয়াতেমালা, হাইতি, জ্যামাইকা, পেরু এবং মেক্সিকো।